Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ এপ্রিল, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৬ এপ্রিল, ২০১৫, সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৪২১

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশে দেরি ও ভুলে ভরা মার্কশিট

সঠিক মনিটারিং ও পারদর্শিতার অভাবই দায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল : প্রায় ১০ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স পার্ট-টু পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের সাথে উদ্বিগ্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। আজ প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ফল প্রকাশে দেরি ও অসংখ্য ভুল এবং অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক আজিস্বর রহমান জানিয়েছেন, একদল ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার দিনও এ্যাডমিট কার্ড পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি প্রবেশনারি অ্যাডমিট দিয়ে পরীক্ষা নেয়।

দ্বিতীয়ত, সচরাচর দেখা যেত কোনো পরীক্ষা শেষ হবার পর এক থেকে দেড় মাসে উত্তরপত্র পরীক্ষকদের কাছে পৌঁছে যেত। গত বছর বি. এ পার্ট-টু অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার পর পরীক্ষকরা হাতে খাতা পেয়েছিলেন ৫ মাস পর। খাতা পাবার পর নির্দিষ্ট সময়েই ট্যাবুলেশন শিট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিলেও সঠিক মনিটারিং-এর অভাব এবং পারদর্শিতার অভাবের জন্যই ফলপ্রকাশে এই বিলম্ব। অধ্যাপকরা জানিয়েছেন বছর ৪ আগেও পরীক্ষা শেষ হবার ১ মাসের মধ্যে খাতা বন্টন হয়ে যেত এবং পরীক্ষার শেষ দিন থেকে ৩ থেকে ৫ মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ হয়ে যেত। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্পট এ্যাসেসমেন্ট করার ব্যবস্থা করতো।

অধ্যাপকরা জানিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবার পর থেকে রেজিস্ট্রেশন, তারপর এনরোলমেন্ট ডি.আর তৈরির পরই পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে রেগুলেশন ঠিক মতো মানা হয়নি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশে বিলম্বের জন্য বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর উত্তাল হয়েছে। এই বিষয়ে উপাচার্যকে কোট করে একটি বাজারি সংবাদপত্রে খাতা পাঠাতে দেরি হওয়া প্রসঙ্গে অধ্যাপকরাও বিলম্বে খাতা জমা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করায় অধ্যাপকরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায় সাধারণ অধ্যাপকদের উপর চাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের অভিমুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন।

ফলপ্রকাশ নিয়ে কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন তদন্তে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে এবং নির্ভুল মার্কশিট পাওয়া যাবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দেবনারায়ণ চ্যাটার্জি, গৌতম সরকার, ধনঞ্জয় ব্যানার্জী, খোকন সরকার, বিমল নায়েক, নীহার রক্ষিত প্রমুখ।

ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ মার্চ : দশ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট-টু-এর ফল প্রকাশিত হয়নি। সপ্তাহখানেক আগে পার্ট-টু-র বিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিভাগের ফল প্রকাশিত হয়েছে শুধুমাত্র নেটে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর দাবি নেটে প্রকাশিত ফল গোটাটাই ভুলে ভরা। আর মাসখানেক পরেই পার্ট-থ্রি-র পরীক্ষা। অথচ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো জানে না তারা পার্ট-টুয়ে পাশ করেছে কিনা। এই সমস্ত কারণেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ৯৩টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ৩১ মার্চ বিশাল মিছিল করে ডেপুটেশন দেয়। মিছিল যায় রাজবাটিতে। তবে আগের দিনের মতই এদিনও মিছিল ঢুকতে হয়নি। আগে থেকেই ভিতরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও টি এম সি নেতারা মিছিল আটকানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান যে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই রেজাল্ট বের করা হবে।

জেলা বামফ্রন্টের বিশাল সমাবেশে কার্যত অবরুদ্ধ বর্ধমান শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ এপ্রিল : বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশে আজ দুপুর আড়াইটা থেকে কয়েক ঘন্টা বর্ধমান শহর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্টেশনের দিক থেকে এবং বীরহাটার দিক থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ কার্জনগেটকে কেন্দ্র করে জমায়েত হয়। রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। শুধু মানুষ আর মানুষ। যানবাহন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

খণ্ডঘোষের জামিরুদ্দিন মোল্লা জানালেন, আর খাওয়ার কোনো সংস্থান নেই, গতর খাটাবার আর জায়গা নেই। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আউশগ্রাম থেকে ভৈ হেমব্রম সহ ৬০ জনের একটি দল তীর-ধনুক নিয়ে রাস্তায় বসে। প্রশ্ন করতেই ঝাঁঝালো স্বরে জানালেন, মেরুদণ্ডহীন পুলিশের লাঠির জোর বেশি, না আমাদের বাপ-ঠাকুরদার পরম্পরা তীর-ধনুক, তারই আজ পরীক্ষা। অনেক মিথ্যা মামলায় এই সরকার ফাঁসিয়েছে। এবার রাস্তায় মোকাবিলা হবে। আসানসোল থেকে মঞ্জু রায় সহ ২০০ জনের দল রাস্তায় বসে। প্রশ্ন করতেই জানালেন, এবার ঘুরে দাঁড়াতেই রাস্তাতে। পুলিশ কত রক্ত ঝড়াতে পাড়ে পাড়ুক। এমনিতেই তো প্রতিদিন ইজ্জত নিচ্ছে মেয়েদের। ঘরে বসে থাকলেও নির্যাতন। তাই এবার রাস্তাতেই হবে মোকাবিলা।

ছাত্ররাও রাস্তাতে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অপদার্থ উপাচার্যের পদত্যাগ চেয়ে বিশাল চমকপ্রদ ব্যানার নিয়ে এসেছে—

এই ভিসিকে চিনে নিন।
ও এল এক্স-এ বেচে দিন।
নতুন খবর জানিস না।
ও এল এক্স-ও নেবে না।

আলুচাষি মৃত্যুঞ্জয় ঘটক এসেছেন মেমারি থেকে। আলুচাষে বিশাল লোকসানের পর বোরোচাষ করেছেন। ক্যানেলের জল ঘোষণা থাকলেও পাচ্ছেন না। ইউরিয়া সার অমিল। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম তিনগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্যবসাদাররা। আমন চাষের ধান আড়তদার-মিল নিচ্ছে না।

গ্রামে-গঞ্জে সর্বস্তরের মানুষ এবং শিল্পাঞ্চলের মানুষের সংকটের শেষ নেই। ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকা ক্ষোভ আছড়ে পড়লো কার্জনগেটে।

বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ দশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে যান। অলোচনায় অংশ নেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, অঞ্জু কর, আর.এস.পি-র স্বপন ব্যানার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লকের ফজলুল হক প্রমুখ। আজকের বিক্ষোভসভায় সভাপতিত্ব করেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, রাজ্য বামফ্রন্টের অন্যতম নেতা মদন ঘোষ, আর.এস.পি-র শ্যামলেন্দু ব্যানার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লকের শঙ্কর মুখার্জী প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ, জামালপুর ও কালনার আত্মঘাতী আলুচাষিদের ছোট ছোট সন্তান ও পরিবার। সমাবেশ থেকে ঐ পরিবারগুলির জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। পরে দেশ বিরোধী খনি ও জমি বিল-এর প্রতিলিপি রাস্তায় দাহ করেন জমায়েতের পক্ষ থেকে মদন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলার বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ।

সুদীপ্ত গুপ্ত-র মৃত্যু বার্ষিকীতে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ

ছাত্র-যুব-মহিলাদের উপর পুলিশি তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ এপ্রিল : শহিদ সুদীপ্ত গুপ্তের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে ছাত্র-যুবদের মিছিলের উপর গতকাল পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের প্রতিবাদে আজ বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। আসানসোলের ছাত্র-যুব মহিলারা বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে ছাত্র-যুব মহিলারা যথাক্রমে এস.এফ. আই, ডি. ওয়াই. এফ ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ডাকে স্থানীয় বি. এন. আর মোড়ে সমবেত হন এবং দীর্ঘ সময় জি.টি.রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বহু সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধে যোগ দেন। দীর্ঘ সময় পর পুলিশ প্রশাসনের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

উপস্থিত জনতার সামনে গণ-আন্দোলনের নেতা মনোজ দাস, যুব নেতা মাইকেল মুখার্জী ও মহিলা নেত্রী মৈত্রেয়ী দাস তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

৩ এপ্রিল ছাত্র-যুবরা বর্ধমানের কার্জনগেটে অবরোধ করতে গেলে পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ করে। সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যুর প্রতিবাদে কলকাতায় ছাত্র-যুবরা প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। ব্যাপক মারধোর করে। এদিন বর্ধমানে তারই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করা হয়। কিন্তু পুলিশ ছাত্রীদেরও রেহাই দেয়নি। চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যায়। রাস্তায় ফেলে পুলিশ লাথি মারে।

নতুন চিঠি

৬ মার্চ, ২০১৫

তৃণমূলি গণতন্ত্রের স্বরূপ

হায়, এনারও নাম রবীন্দ্রনাথ! ভাবতে লজ্জা হয়। ইনি তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি এবং পূর্ত দপ্তরের পরিষদীয় সচিব রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তৃণমূলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুব্রত মণ্ডল, মনিরুল ইসলামের পর এবার তিনিই শিরোনামে। সম্প্রতি এক দলীয় কর্মীসভায় তিনি মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন যে-কোনো উপায়ে ভোটে জয় ছিনিয়ে নিতে, এবং প্রশাসন যে এ কাজে তাদের পাশেই থাকবে সে আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। পার্থবাবু একটু অস্বস্তিতে পড়ে সভায় বলেছেন, প্রশাসন তৃণমূল আমলে যেমন নিরপেক্ষ আছে তেমনই থাকবে। কাজেই বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, পার্থবাবুর সার্টিফিকেট নিয়ে প্রশাসন রবিবাবুর নির্দেশিত পথেই চলবে। আগামী ভোটে নির্বিচার রিগিং চালাবার এই উন্মুক্ত নির্দেশে নির্বাচন কমিশনকেও একটি নড়েচড়ে বসতে হয়েছে, রবিবাবুর কাছে জবাবদেহি চাইতে হয়েছে। কিন্তু রবিবাবু যে এসবের কোনো তোয়াক্কাই করেন না, তা বুঝিয়ে দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে তিনি দলীয় প্রার্থীকে 'সরকারি' প্রার্থী বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

দল ও সরকারকে একাকার করে ফেলার মূল কৃতিত্ব অবশ্যই রবিবাবুর নয়, তাঁর মহানেত্রীরই। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ও পারোক্ষভাবে একই কথা বলেছেন—যে দল রাজ্যের ক্ষমতায় আছে, পুরসভায়ও সেই দল ক্ষমতায় এলে নাকি কাজের অনেক সুবিধা হয়। বোঝা গেল না, তা হলে বাম আমলে তিনি পুরসভায় লড়েছেন কোন যুক্তিতে—পুরসভার কাজে অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে?

রবিবাবুর অবশ্য এতটা দলপ্রেম দেখানো এই মুহূর্তে নাকি একটু জরুরি, কেননা মুকুলপন্থী হিসাবে মহানেত্রীর খড়্গ নেমে আসার সম্ভাবনায় তিনি বিশেষ আতঙ্কিত। কিন্তু সে তো দলীয় ব্যাপার। আসলে তৃণমূলি দলতন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই হন্তারক, তারই স্পষ্ট উচ্চারণ অনুব্রত-মনিরুল-রবীন্দ্রনাথদের গলায়। এবং তা মহানেত্রীর চিন্তা ও কর্মধারারই সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

হেলমেটের ভাড়া ৫ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল : হেলমেট না পড়লে মিলবে না পেট্রোল। বর্ধমানের জেলাশাসকের এই নির্দেশ লাগু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু তেমনভাবে কার্যকরী হচ্ছিল না সে নির্দেশ। অনেকেই তেল নিচ্ছিলেন দিব্যি হেলমেট না পরেই। আজ থেকে কঠোরভাবে পেট্রোল পাম্পগুলো একেবারে পেট্রোল দেওয়া বন্ধ করেছে হেলমেট-বিহীন চালকদের।

আজ সকাল থেকেই পেট্রোল পাম্পে ভিড় জমছে। পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন অনেকেই। এরই ফাঁকে একটি নতুন সাইড বিজনেস চলছে। একটি সাইকেলে দুটি যুবক। তাদের কাছ থেকে হেলমেট নিয়ে তেল ভরে আবার ফেরত দিতে হচ্ছে। ভাড়া খুবই কম। মাত্র ৫ টাকা। যদিও এটা ব্যবসা নয়, 'সাহায্য'—দাবি তাদের।

এলাকার বাসিন্দারা অবশ্য এই নিয়মকে ভালো চোখেই দেখছেন। তাঁরা বলছেন, এমন চললে সবাই হেলমেট পড়তে বাধ্য হবেন। পেট্রোল পাম্পের কর্মীরাও খুশি এই ফরমানে। তাদের দাবি এর ফলে দুর্ঘটনা কমবে। মানুষ সচেতন হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান কবে যুদ্ধে নিহত হন? তাঁর কবর কোথায় আছে?
২. প্যারিসে আইফেল টাওয়ার কবে স্থাপিত হয়? এর উচ্চতা কত?
৩. পাটনা স্টেশনে আনন্দমার্গী সমর্থক জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে যে গুলি চালিয়ে ছিল তাতে কে নিহত হন?
৪. রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির অন্যতম উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৫. ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া কবে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' হন?
৬. কোন ভারতীয় প্রথম মহাকাশযাত্রা করেন? কবে কোথা হতে যাত্রা করেছিলেন?
৭. আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন কোথায় কবে হয়? এর জন্মদাতা কে ছিলেন?
৮. সেনেগাল দেশটি কোথায়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী? এই দেশের জাতীয় দিবস কবে?
৯. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
১০. পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু কোথায় অবস্থিত? কবে সর্বসাধারণের জন্য সেই সেতু খুলে দেওয়া হয়?
১১. চিকিৎসা জগতের সাফল্য DNA কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম? তিনি কবে নোবেল পুরস্কার পান?
১২. ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস্ নামটি কবে হয়? এর আগে কী নাম ছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

দেখো নাই নির্বাকের অশ্রুহীন জ্বালা

সুনামী গুপ্ত

ঠিক এই মুহূর্তে বহুমান্য চলচ্চিত্র নির্মাতা স্পিলবার্গের দুটি ছবির কথা মনে পড়ছে। সময়কাল যাই হোক্ না কেন, মানবতার বিরুদ্ধে মানবেতর জীবেদের হিংস্রতা এই দুটি ছবি—(১) জুরাসিক পার্ক, (২) সিণ্ডার্লস লিস্ট-এর মধ্যে যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা কালোত্তীর্ণ বলেই আমরা ধারণা করতে পারি। প্রথমটিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই বিলুপ্ত হওয়া অতিকায় ডাইনোসরদের পুনরুজ্জীবনের কাহিনি, দ্বিতীয়টিতে সভ্যনামিক মানুষদের অমানুষ হয়ে ওঠার বার্তা—দুটি যেন একটি অপরটির পরিপূরক। ডাইনোসর এবং ফ্যাসিবাদী দানবদের খাদ্য-খাদকের, জিঘাংসা এবং রিরংসার কোনও বাছবিচার নেই। নরহত্যা আর নারীলোলুপতার কোনও সীমারেখা এরা মানতে চায় না। তাই ডাইনোসর আর ফ্যাসিস্টরা মানবতার লাঞ্ছনায়, নির্মম হত্যালীলায় পৃথিবীকে পিশাচের আরাধ্য প্রেতভূমিতে পরিণত করতে চাইছে। কোনও কোনও জীববিজ্ঞানী নির্জনতম একটি সামুদ্রিক দ্বীপে সেকালের ডাইনোসরদের বংশধারার জীবন্ত নমুনা খুঁজে পেয়েছেন। আর আমাদের লোকালয়ে সভ্য নামিক জনপদে নতুন নতুন নামে ফ্যাসিবাদী দানবীর সমুদ্রের আস্ফালন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সর্বংসহা ধরিত্রীর কাছে যেন এ যুগের লাঞ্ছিতা, সর্বরিক্তা, বীতকল্মষা সীতা কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন—হে মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আবার ফিরে যেতে চাই।

এই রাজ্যের বুকে চামুণ্ডাশাসিত নির্লজ্জ ভৈরববাহিনী এখন ঘোরতর ভাবে অঘোরপন্থী। তাদের সাধনমার্গে পঞ্চ-মকারের (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা এবং মৈথুন) অবাধ সুযোগের আয়োজন। তদুপরি এরা বোধ করি অযোনিসম্ভব এক বিশেষ প্রজাতি। কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন ছিন্ন করে যদি এরা ভূমিষ্ঠ হতো, তাহলে মাতৃজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার বোধ তাদের বিবেককে মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলত। কিন্তু এই অঘোরপন্থী পিশাচসাধকের কাছে নারীমাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু আহার্য। তাই, সদ্যোজাত কন্যা সন্ততি থেকে আশি ছুঁই ছুঁই বর্ষীয়সী মানবী সকলেই এদের কামাগ্নিতে নারীজীবনের শেষ লজ্জাটুকুকে বলি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বয়সটা কোনও বাধা নয়, স্ত্রী-অঙ্গবিশিষ্ট যে-কোনও মানুষই এই রিরংসাজর্জর অঘোরপন্থী পিশাচসাধকদের নির্বিচার ভোগের বস্তু।

এই রাজ্যে যে যাদুকরী মোহিনীমায়ার শাসন, সেখানে নারী-নির্যাতনের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আজ পর্যন্ত মানুষের চামড়া গায়ে দেওয়া নেকড়ে হায়নাদের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত যে সব মানবীর মৃত্যু ঘটেছে, তাদের প্রিয়জন কিংবা সভ্যসমাজের প্রতিনিধিরা সেইসব নৃশংসতার কোনও বিচার পায় নি। যে সব শিশুকন্যা থেকে শুরু করে বর্ষীয়সী মানবীর ওপর, নারীসত্তার গোপন আশ্রয়টিকে ছিন্নভিন্ন করে চূড়ান্ত লজ্জার দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার কোনও বিচার এখনও সুদূরপরাহত। এই রাজত্বে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। চাটুকারদের প্রশংসায় যিনি 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা', সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি প্রতিমুহূর্তে প্রমাদ গুণছেন। রাণাঘাটের গাংনাপুরের কনভেন্টের বাহাত্তর বছর বয়সের সেই সুপিরিয়র মাদার বা সিস্টার এই রাজত্বে আর বাস করতে চান না। কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর চরম-লাঞ্ছনার জন্য দায়ী দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ল না। বাহাদুর সি. আই. ডি. পুঙ্গবেরা কিংবা নিদ্রাক্লান্ত পুলিশকর্তাদের কেউই অপরাধীদের ধরতে পারলেন না। সি. সি. টি. ভি, স্কেচ তৈরি করে আনাড়ির মতো একদল মানুষকে আটকে রেখে যে চোর-পুলিশ খেলা চলছে, সর্বেশ্বরী নিজেও তা জানেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে রুষ্ট তিনি—এ সবের পেছনে নাকি সি.পি এম এবং বি.জে.পির ষড়যন্ত্র রয়েছে। শেষ অবধি তাঁর কাছে বহু নিন্দিত সি. বি. আই. কে পরম সমাদরে ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই লাঞ্ছিতা বয়োবৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী জানেন মধ্যমগ্রামের সেই মেয়েটির নির্মম মৃত্যুর কথা, যার জন্য তার পিতামাতাকেও অন্য রাজ্যে চলে যেতে হয়েছে। কোন ভরসায় তিনি এ'রাজ্যে থাকবেন? বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের মেলা থেকে সত্তর-উত্তীর্ণা আর এক বৃদ্ধাকে অপহরণ, নির্যাতনপূর্বক নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নরবেশধারী পিশাচদের কোনও হেলদোল নেই।

এই ভয়ঙ্কর রাজত্বে প্রতিনিয়ত নারী-নির্যাতনের ঘটনা, তা ভারতের ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশ্বেও রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ধমানের নবাবহাটের সেই মেয়েটি, কাটোয়ার বিধবা সবজি বিক্রেতা মহিলা, কামদুনি, খরজুনা, সাত্রাগাছি, মধ্যমগ্রাম, সাত্তোর, শালবনী, রায়গঞ্জ কত নাম উচ্চারিত হলে শোনা যাবে মানবীর মৃত্যুর আর্তনাদ, লাঞ্ছনার করুণ বীভৎস দৃশ্যের বিমথিত হাহাকার। এই রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম পাহাড়-সমতল, সমুদ্রতট, অরণ্য, সব জায়গা থেকে মানবী নির্যাতনের পৈশাচিকতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বিচার কোথায়, প্রতিকার কোথায়?

পার্কস্টিটের সুজেট জর্ডন, তোমার ওপর দানবীয় অত্যাচারের কোনও বিচার তুমি পেলে না। বাংলার মায়েরা, বোনেরা, কন্যারা—তোমাদের খুনের, তোমাদের লাঞ্ছনার কোনও তর্পণ হলো না। কবি সুকান্তর 'সব্যসাচী' কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ছে—"সপ্তরথী শোনে না কো পৃথিবীর শৈশব ক্রন্দন / দেখে নাই নির্বাকের অশ্রুহীন জ্বালা / দ্বিধাহীন চণ্ডালের নির্লিপ্ত আদেশে / আদিম কুক্কুর চাহে ধরণীর বস্ত্র কেড়ে নিতে।"—এই দ্বিধাহীন চণ্ডাল এবং তাদের নিয়োজিত 'আদিম কুক্কুর'গুলি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা অমানিশি যাপন করছি। এই অন্ধকার থেকে 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল' আসবেই।

ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাষই জীবিকা

চাষের লোকসানে অবশেষে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল : স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশ গড়ার কাজে লাগবে। ২০১০ সালে মেমারির প্রবীণ লাহা যাদবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাস করে। ভেবেছিল সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পরিবর্তন ঘটবে। চাকরি না পেয়ে অবশেষে বাবার ৮ বিঘা জমিতে চাষে মন দেয়। বাবা গঙ্গাধর লাহা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। গতবার আলুর দাম পেয়ে এবার ৫ বিঘা আলু চাষ করে বেকার ইঞ্জিনিয়ার প্রবীণ লাহা বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে। শেষে একুল-ওকুল দুই যায়। অনভিজ্ঞতার কারণে আলুতে ফলন কম। দাম না পাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন। শেষে ভারসাম্য রাখতে না পেরে আত্মহত্যা। মেমারির আলিপুর গ্রামের ৩ মার্চ ফ্যানের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে আত্মঘাতী হয়ে সমাজ ও সরকারকে বড় রকমের বার্তা দেয়।

মেমারির বিধায়ক হাসেম মোল্লা এবং মেমারির পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করতে মাঠে নামে যে সচ্ছল পরিবারে আলুর জন্য এ মৃত্যু নয়। এপ্রসঙ্গে কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল জানান এই মৃত্যুই বুঝিয়ে দিয়ে গেল চাষিরা কতটা সংকটে এবং সমাজের সংকটের গভীরতা কতটা।

শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধানে ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল : ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে চরম ক্ষতি হয়েছে বোরোধানের। বর্ধমানে আউশগ্রাম, কেতুগ্রাম ও ভাতাড় ব্লকের ১৫-২০টি গ্রামের বোরোচাষিদের এখন মাথায় হাত। ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে বৃষ্টি হয়। সঙ্গে প্রচুর শিলা বৃষ্টিও হয়। আউশগ্রামের বিল্বগ্রাম, ভোতা, বেলাড়ী, শিবদা, নওয়াদা অন্যদিকে ভাতাড় ব্লকের শিলাকোট, ওড়গ্রাম, সাহেবগঞ্জ, শালুকুনি প্রভৃতি গ্রামে বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টিও হয়। বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধানের গাছ বহু জমিতে ভেঙে গেছে। ধানের শিষও ভেঙে গেছে। মূলত এই সময়ে বোরো ধানের থোর আসে। মিনিকিট ধানের শিষে সব থেকে ক্ষতি হয়েছে বলে জানান কৃষকরা। কারণ অধিকাংশ মিনিকিট ধানের জমিতেই ধানের শিষ বেরিয়ে পড়েছে। এক বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষ করতে গড়ে ছয় থেকে আট হাজার টাকা খরচ। সেখানে শিলাবৃষ্টির পর ধানের যা অবস্থা তাতে আসল খরচই উঠবে না বলে জানান কৃষকরা। গত কয়েক বছরে রাসায়নিক সার, কীটনাশক সহ চাষের অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এ বছর একদিকে উৎপাদিত ধানের দাম নেই। আলুর ব্যাপক উৎপাদন হলেও আলু বাজারে কেনার লোক নেই। তার উপরে গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতো বোরোতে ক্ষতির সম্মুখীন চাষিরা।

পাঠকের কলম

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

স্টেট ব্যাঙ্কের তুঘলকি নিয়ম

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় নতুন এক তুঘলকি নিয়ম চালু হয়েছে। প্রত্যেক গ্রাহককে একজন কর্মীর কাছে যেতে হবে লাইনে দাঁড়িয়ে, তিনি ছোট্ট একটি মেসিন থেকে একটি টোকেন বের করে দেবেন। ওটাতে যে নাম্বার থাকবে সেই মতো কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ান। এই কাজের জন্য দুবার লাইন লাগাতে হচ্ছে। গ্রাহকদের এতে কোনো লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। আমার ১৯৭৮ সাল থেকে ওখানে একাউন্ট আছে। কখনো এত ঝামেলার ব্যবস্থা চালু হয়নি অতীতে। মানুষের হয়রানি বাড়িয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কী লাভ?

—অরুণ মজুমদার

রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ এপ্রিল : মুক্তবাংলা পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫। চতুর্থ বছরের এই আসরে উপস্থিত ছিলেন রাঢ় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি ও সাহিত্যিকরা। চতুর্থ বছরের এই সম্মেলন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক দেবেশ ঠাকুর। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামলী রক্ষিত, রত্না রশিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবু মনিরুদ্দিন চৌধুরী।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

WHO-র আহ্বান ২০১৫-য় খাদ্য সুরক্ষা বাড়ান

তাপস সামন্ত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-র পক্ষ থেকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগামী ৭ এপ্রিল স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দিবসে এ বছর 'খাদ্য সুরক্ষা'-কেই অন্যতম স্বাস্থ্য-বিষয়ক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, অরক্ষিত খাদ্যে একদিকে যেমন ভাইরাস, জীবাণু বা পরজীবীরা আশ্রয় নিতে পারে এবং বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে, তেমনই আবার খাদ্যে রাসায়নিকভাবেও বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। অরক্ষিত খাদ্য থেকে কম-বেশি ২০০ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে এবং বছরে প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এক্ষেত্রে প্রধানত শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়। তাই খাদ্য উৎপাদনে পরিবর্তন, তার বিতরণ এবং সর্বোপরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার নতুনভাবে পরিবেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যার মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের জীবাণুনাশক প্রতিরোধী জীবাণু আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে ভিন্নমাত্রায় বিষাক্ত করে তুলতে পারে। সেই কারণেই WHO পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে সংযোগ-স্থাপন করে খাদ্যে-সংক্রমণ-বাহিত রোগ প্রতিহত করার জন্য এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। 'খাদ্য সুরক্ষার' বিষয়টিকে কৃষক, উৎপাদক, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের প্রত্যেকের পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে WHO আহ্বান করেছে যে, আমরা যেন সকলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই যে, আমাদের খাবারের থালার খাদ্যগুলি নিরাপদ, নির্বিষ খাবার, আমরা যেন প্রত্যেকে বুঝতে পারি যে, নিরাপদ, নির্বিষ খাবার বলতে কী বোঝায়?

এখন প্রশ্ন একটাই যে, পৃথিবীর দেশে দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই উদ্যোগ সফল করতে রাষ্ট্রগুলি এতদিন পর্যন্ত কী ভূমিকা নিয়েছে? আমাদের দেশের সংবিধানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—'স্বাস্থ্য' একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। এরপরে ১৯৭৮ সালে 'আলমা আটায়' বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' শ্লোগানটি সামনে আসে। তখনই প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা ছিল যে, রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজ নিজ আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করবে, শিশুমৃত্যুর হার কমাবে এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা লাগু করবে। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন কথাই বলে। রাষ্ট্রগুলি মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকে লগ্নির অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। ফলে রোগী, প্রাপক থেকে উপভোক্তায় এবং চিকিৎসা অন্যতম পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই 'আলমা আটার' ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই ২০০০ সালের কাজকে ২০১৫ সালেও 'Mid Millenium Goal' হিসাবে চিহ্নিত করতে হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে।

আমাদের দেশে 'জাতীয় স্বাস্থ্য' বিলে রোগীর ওষুধ পাওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নিলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধগুলির মূল্য ও মানের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। তাই মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনবার সামর্থ্য হারাচ্ছেন। ওষুধের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমশ শিথিল হতে হতে বর্তমানে তা মাত্র ৩৮টি ওষুধের উপর লাগু আছে। সেই কারণেই বিশ্ব বাজারে বেশ কিছু ওষুধের দাম ভারতের বাজারের থেকে অনেকটাই কম। আবার আমাদের মতো দেশে চিকিৎসকদের নির্দেশ ছাড়াই ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কেনা যায়। সে কারণে এই বিজ্ঞাপন নির্ভর আমাদের দেশের ওষুধ বাজারে প্রায় ৮০ হাজার ওষুধ আপামর মানুষকে প্রতারিত করার জন্য চালু আছে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মাত্র ৩০০টি ওষুধ দিয়েই যাবতীয় চিকিৎসা সম্ভব। আমাদের বাজারে আজও জেনেরিক নামের পরিবর্তে ব্র্যান্ড নামেই ওষুধ কেনাবেচা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ওষুধের বাজারে জাল বা ভেজাল ওষুধ ভিন্ন নামে চালু থাকার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে মূলত সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতার জন্যই। তাই প্রশ্ন জাগে কীভাবে আমাদের দেশের সরকার 'খাদ্য সুরক্ষার' বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে, যেখানে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাতেও আমাদের দেশের ওষুধের বাজারে আজও নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই আসুন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সকলে সোচ্চারে বলি—'নিরাপদ খাবার আমাদের জন্মগত অধিকার'।

কেমন আছেন বয়স্করা?

অশ্বিনীকুমার

আমাদের বাড়ির দু-তিন বাড়ি পরে একটি দোতলা বাড়িতে, একতলায় থাকে একটি পরিবার। দোতলায় থাকেন একজন বয়স্ক মহিলা। উনি একা থাকেন। সঙ্গী বলতে একতলার ভাড়াটে। গোটা দোতলায় উনি একা। পেশাগত কারণে তাঁকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, ''বাবা বুঝতেই তো পারছো। একা থাকি। সবসময় মনে ভয়। কিছু যদি হয়।'' ওনার ছেলে থাকে মার্কিন মুলুকে। বছরে একবার পূজোর সময় আসে। কোনো বছর তাও হয় না। বয়স্কা মা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে ছেলে, ছেলের বৌ, নাতিকে দেখবার জন্য। ওনার স্বামী গত হয়েছেন বেশ ক'বছর হল। ফলে নিশ্ছিদ্র একাকীত্ব ওনার প্রতিদিনের জীবনসঙ্গী। টেলিভিশন, ভাড়াটের পরিবারের মধ্যে ঢুকে দুটো কথা বলা, পাড়ায় দু-চারজনের বাড়িতে গিয়ে দু-চারটে কথা চালাচালি, এভাবেই কাটে প্রতিদিন। চব্বিশটা ঘন্টা যেন কাটতেই চায় না। অন্যের বাড়িতে বার কয়েক যাওয়ার পর উনি বুঝতে পারেন, কেউ তেমন পছন্দ করছে না ওনাকে। আসলে ওনার জীবনে উপচে পরা সাফল্যের পাশে বাড়িতে বেকার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঝামেলার সংসারে আবদ্ধ প্রতিবেশী নিজেকে ছোট ভাবে। ফলে দূরত্ব বাড়ে। যদিও এসবের মাঝে বয়স্কা মানুষটি বোঝেন, উনি একা, বড় বেশি একা। ওনার সাফল্য ওনাকে দীন করেছে। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বড়ো চাকরির সঙ্গে 'স্বপ্নের দেশে' ঠাঁই পেয়েছে। তাই উনি মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির ঝগড়াঝাঁটি, চিৎকার চেঁচামেচি কান পেতে শোনেন রাতের খাবার নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে। নিস্তব্ধ দোতালায় কথা বলে শুধু টেলিভিশন, কখনও দু-একটা ফোন। তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমের সাধনা। নিজেকে প্রশ্ন করেন, কী পেলাম?

এদেশের বহু বয়স্ক মানুষের জীবন এরকম এক ধূসর ছকে বাঁধা। যদি দেখে থাকেন বালিগঞ্জ পার্ক সিনেমাটি, সেখানেও দেখবেন, একদল বয়স্ক-বয়স্কার ভালোভাবে বাঁচবার কী করুণ আকুতি। অথচ ওরা সবাই স্বচ্ছল। যা কিছু মানুষ স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য চায়, তার সবটুকুই এদের আয়ত্তের মধ্যে। সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, গাড়ি, রান্নার লোক, চব্বিশ ঘন্টার লোক, সব আছে। নেই শুধু সেইসব নিজের লোক, যাদের জন্য তিল তিল করে জীবনকে খরচ করেছে এইসব প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার দল।

সব জায়গায় ছবিটা একরকম নয়। নিম্নবিত্ত যারা, তাদের ঠেসাঠেসি করে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনোক্রমে ঘরের এককোণে জীবনের শেষ দিনের জন্য সসংকোচে অপেক্ষা করে ঠাকুমা, দাদু, দিদিমার দল। এরা সংখ্যায় খুব কম নয়। আমাদের দেশে ষাটোর্ধ মানুষের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় শতকরা নয়জন। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের মতে ২০১৫ সালে প্রায় শতকরা সাড়ে আঠারোজন হবে ষাটোর্ধ।

কেমন আছেন এদেশের বয়স্করা? বাড়ির বাইরের চেয়ে বাড়ির ভেতরের অত্যাচার এইসব বয়স্ক মানুষেরা সয়ে যান নীরবে। প্রায় শতকরা সত্তরজন বাইরে কাউকে বলেন না, নিজেদের জীবনের দুঃখের কথা। ভালো কি কিছু নেই? আছে। বৃদ্ধ বাবা-মার চিকিৎসার জন্য দিন-রাত বাড়িতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ছেলে-মেয়েরা, এমন উদাহরণ আছে। এমন ছেলেও আছে এ যুগে, অন্ধ মাকে তীর্থ করানোর জন্য একটি ঝুড়িতে মাকে, অন্য ঝুড়িতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাঁকে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে স্রেফ পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মাইল পথ। এরকম ঘটনা নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, নেহাতই কাকতালীয়ভাবে। কাগজে খবর হয়েছিল ঘটনাটি।

এ এক বিরল উদাহরণ মাত্র। বয়স্কদের জীবনের সামগ্রিক ছবিটা মোটেই সুখকর নয়। সবধরনের অত্যাচারের মধ্যে ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনি নিকট আত্মীয়ের হাতে মার খায় প্রায় শতকরা চব্বিশ জন হতভাগ্য বয়স্ক মানুষ। আর মানসিক নির্যাতন? সভ্য সমাজে এ এক সর্বত্রগামী অমোঘ অস্ত্র। আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায় মানসিক নির্যাতনকারী। নীরব অবহেলার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে আপিল গ্রাহ্য হবে? স্রেফ কথা না বলে, দুটো খেতে দিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চরম মানসিক সংকটে ফেলে পরিবারের সমর্থ লোকেরা। এ উদাহরণ আছে আমাদের আশেপাশে সর্বত্র। সবধরনের অত্যাচারের মধ্যে শতকরা প্রায় সাঁইত্রিশ জন এমনই মানসিক নির্যাতনের শিকার আমাদের দেশে। হাতে দুটো পয়সা নেই, ছেলে-মেয়েদের সব সম্পত্তি লিখে দেওয়ার পর তারা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, এমন খবর কাগজে প্রায়ই চোখে পড়ে। আদালতে বিচারককে ঠিক করে দিতে হয়, বয়স্কদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ কেমন করে করতে হবে পরিবারের 'দায়িত্ববান' পরিণত মানুষদের। এভাবে সব দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে এদেশের বহু বাবা-মা। সরকারি হিসাবে নানা অত্যাচারের ফিরিস্তির মধ্যে অর্থনৈতিক বঞ্চনা প্রায় শতকরা বত্রিশ ভাগ।

অপমান, অশ্রদ্ধা মেনে নিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে হয় বহু বয়স্ক মানুষকে। হতভাগ্য বয়স্কদের মধ্যে শতকরা প্রায় চল্লিশজন নিজের কাছের মানুষের কাছে অশ্রদ্ধা, অপমান সহ্য করে বেঁচে থাকেন, নেহাতই বাঁচবার জন্য। এদের অনেকে মনে মনে মৃত্যু-কামনা করেন।

পরিবারের সকলের কাছে অবহেলিত জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে। বহু পরিবারে বয়স্করা থাকেন প্রায় এক জীবিত প্রাণীর মতো। যার মতামত, ভালোলাগা, মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই পরিবারের কারও কাছে। এঁরা বুঝতে পারেন, পরিবারের বোঝা হয়ে উঠেছেন। ফলে ধীরে ধীরে এইসব বয়স্ক মানুষেরা নীরব হয়ে যান। নেহাতই টিকে থাকায় পর্যবসিত তাদের জীবন। জীবন-প্রবাহের মূল-স্রোত থেকে এঁরা যেন অনেক দূরে অবস্থান করছেন। পরিবারের সকলের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মর্মবেদনা নিয়ে জীবন-সায়াহ্নের দিনগুলি এঁদের কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয়। ভেঙে যাওয়া জীবন নিয়ে যারা বেঁচে আছেন এরা তাদের মধ্যে প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ।

বাক্যবাণে বিদ্ধ করা এক প্রচলিত অত্যাচারের ধরন। হাসপাতালে ডাক্তারের প্রাইভেট নাম্বারে বহু বয়স্ক মানুষ আসেন, মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে। কথায় কথায় তাঁরা যা বলেন তার মূল বিষয় হল, কথার আঘাত সহ্য হচ্ছে না তাদের। এমন চোখা চোখা কথায় তাদের বেঁচে থাকার অপরাধকে বিদ্ধ করা হয় যে তাঁরা ভাবতে শুরু করেন, মৃত্যুই একমাত্র তাঁদের মুক্তির রাস্তা দেখাতে পারে। বাঁচার চেয়ে মরার রাস্তা বাতলে দেবার অনুরোধ আসে তাদের দিক থেকে। চোখ মুছতে মুছতে নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ দিতে দিতে তারা ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে ফিরে যান তাদের কয়েদখানায়। নিজের বাড়িকে জেলখানা ভাবতে শুরু করেছেন এরা কবে থেকে, কে জানে? দুঃসহ জীবনের ভার যাদের বইতে হয় তাদের মধ্যে এরা শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশি।

বয়স্ক মানুষদের ওপর অত্যাচারে যারা অভ্যস্ত তাদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। আমাদের দেশে পুত্রবধূর হাতে, নিজের ছেলের হাতে নির্যাতন লজ্জাজনকভাবে বেশি। গৃহকোণে যে-সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অসহায় অবস্থায় দিন কাটান, তাদের বয়ান বিশ্বাস করলে দেখা যায় শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন অত্যাচারী পুত্রবধূ; এর সঙ্গে জুড়ে যায় ছেলের অত্যাচার। আলাদাভাবে শুধু ছেলের কথা ধরলে প্রায় ষাটভাগ অভিযোগ ছেলেদের বিরুদ্ধে। মেয়েদের ভাগ অবশ্য কম। শতকরা এগারো থেকে বারোজন মেয়ে বাবা-মায়ের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালান।

ভুললে চলবে না, এ শুধুমাত্র সাহসে ভর করে যেসব বয়স্ক মানুষেরা অভিযোগ করতে পারেন তাদের কথা থেকে তৈরি তথ্য। বলতে ভয় পান তাই নীরব থাকেন, এরকম বুড়ো তো কম নয়। আবার বহু অত্যাচারের পরেও পরিবারের মান রক্ষার জন্য মুখ খোলেন না এমন মানুষও তো কম নয়।

আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে বেশিরভাগ মানুষের অর্থনৈতিক ভিত নড়বড়ে। ফলে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ঢেকে রাখে বেশিরভাগ মানুষের মনের আকাশ। নিষ্ঠুর অস্তিত্বের কাছে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করে বহু মানুষ মনুষ্যত্বের ন্যূনতম ধারণাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। এক নিষ্ফল আক্রোশ গ্রাস করছে এদের অনেককে। ফলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে। অসহায় বয়স্ক মানুষদের ওপর অত্যাচার ওই অক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

যে সমাজে অধিক ফলন কৃষককে লাভের কড়ির বদলে আত্মহত্যায় ঠেলে দেয়, সেখানে ক্ষোভ-বিক্ষোভের বিকৃত আত্মপ্রকাশ অভাবনীয় কোনও ঘটনা নয়। আমরা এসব ঘটনার পেছনে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করলে সমস্যাকে ছোটো করে দেখানো হবে। এসব ঘটনার পেছনে সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার নির্মমতায় দিনাতিপাত করতে করতে বহু মানুষ স্বাভাবিক মমত্ববোধ হারিয়ে বসেন নিজের অজান্তে। তখন তার কথায়, কাজে নির্মমতা ফুটে ওঠে। চেনা মানুষটি অচেনা হয়ে যায়। হাতের কাছে দুর্বল যা কিছু তাকেই সে আক্রমণ করে। এভাবে, শ্রদ্ধা ভালবাসার মানুষেরা ঘৃণার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। একটি নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থাকে ধিক্কার দিতে না পেরে, তাকে চিনতে না পেরে সে মারমুখী হয়ে ওঠে বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির ওপর। তাই সমাজ-সচেতন হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। বিরাট দুঃখ, হতাশা, এসবের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এসব বিপথগামী অত্যাচারী মানুষদের টেনে আনতে না পারলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে। আইন একে আটকাতে অক্ষম। সুস্থ সমাজ-চেতনাই এসবের বিরুদ্ধে আসল ওষুধ।

পুর নির্বাচন উপলক্ষে সভা মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৪ এপ্রিল : মেমারি পুরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে মেমারি কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে একটি বিশাল কর্মীসভা হয়। বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার বলেন, সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক বড়াই করেছিলেন মমতা সরকার, অনেক কিছু করে দেবেন। কোটি কোটি টাকা ফেরৎ চলে গেল দিল্লিতে। রাজ্যকে বাঁচাতে তৃণমূল হটাও, দেশ বাঁচাতে বিজেপি হটাও। ধর্ম আর রাজনীতি একসঙ্গে মিশে গেলে সেটা হবে বিষ। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গে যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষ অসুবিধার মধ্যে থাকবে। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হলে গরিব মানুষরা খেতে পাবে না। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, আলু চাষিরা আলুর ন্যায্য দাম না পাওয়ার জন্য চাষিরা আত্মঘাতী হচ্ছেন। মমতা বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে দর্নীতির দায়ে সব বামপন্থীদের জেলে ঢোকাবে। একজন বামপন্থীদের জেলে ঢোকাতে পেরেছে? বামফ্রন্ট আমলে কোনো বস্তি উচ্ছেদ হয়নি। এখন একটা কারখানাও হয়নি, উপরন্তু দুর্গাপুর, আসানসোলে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মমতা সরকার একটা নতুন কারখানা করতে পারলেন না। বামফ্রন্ট আমলে বিরোধীদের কত ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়েছে। এখন শিক্ষা লাটে উঠে গেছে। স্বচ্ছ ভারতের নামে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল কয়লা ব্যাঙ্ক, বিমা ইস্পাত সহ সমস্ত রাষ্ট্রীয় শিল্প বেঁচে দিয়ে গরিব মধ্যবিত্তকে মারতে চাইছে।

কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করে সি পি আই(এম)-এর মেমারি জোনাল সম্পাদক তথা ১৩নং ওয়ার্ডের প্রার্থী অভিজিৎ কোঙার বলেন, মেমারি পুর এলাকায় একটা কথা চালু আছে—টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল কর্মী হয়ে সেই টাকা ধরে নাও। টাকার বিনিময়ে রাস্তা বন্ধ করে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মেমারি পুরসভায় একটা অরাজকতা চলছে। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের বিদায়ী কাউন্সিলার গরিব মানুষদের জন্য কিছুই করেনি। গত পুরভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব গরিব মানুষদের বি পি এল কার্ড করে দেবে। একটা গরিব মানুষের কার্ড দিতে পারেনি। মেমমারি পুর এলাকায় যতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক, মাদ্রাসা স্কুল ও কলেজ আছে সবগুলিই বামফ্রন্ট আমলের।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান আইনুল হক, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, বর্ষীয়ান মহিলা নেত্রী মহারানি কোঙার প্রমুখ।

মেমারিতে পুর-নির্বাচনী প্রচারে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১ এপ্রিল : সি পি আই(এম) প্রার্থী পীযুষ বিশ্বাসের সমর্থকরা ৬নং ওয়ার্ডে প্রচারে বাধা পেলেন। এদিন বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় তৃণমূলের মস্তান বাহিনী তাদের হুমকি দিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এলাকার মানুষজনও প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন—কেন প্রচার করতে দেওয়া হবে না? ফলে তৃণমূলিরা পিছু হটে এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার আবার শুরু হয়। মেমারি পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে শহর জুড়ে অরাজকতা। বে-আইনি নির্মাণ-এর বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা ঠিক সময় মতো না পাওয়া যাওয়ায় গরিব মানুষও বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

তৃণমূলি আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রতিরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ এপ্রিল : তৃণমূলের স্বৈরাচারী আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করুন, নইলে গণ-প্রতিরোধের মুখে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবে। আটকেটিয়া বড়ধামাসে প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণের জন্যই বড় ঘটনা ঘটেনি। বড়ধামাস গ্রামে জনসভায় পুলিশের উদ্দেশ্যে এদিন বললেন সি পি আই(এম) নেতৃত্ব। করুণা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এদিন এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার, সুকান্ত কোঙার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আসন্ন পুর নির্বাচনে ভোট হওয়ার আগেই জোর করে চারটি পুরসভা দখল করেছে তৃণমূল। রাজ্যে এই গণতন্ত্র পছন্দ করেন না মানুষ। তাই ক্ষোভ বাড়ছে, বিক্ষোভ বাড়ছে। কাটোয়ার কংগ্রেস বিধায়ক প্রতিবাদে অনশনে বসেছেন। বলতে হয়েছে—আমরা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বাম আমলে এমন অন্ধকার আসেনি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি বাপি শিকদার, পিতা অমূল্য শিকদার, গ্রাম - পাল্লা ৪ নম্বর ক্যাম্প, পোঃ - চাঁচাই, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৬ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা প্রকৃত নাম প্রণিতা শিকদার (PRONITA) যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত প্রমীলা শিকদার (PROMILA) নথিভুক্ত হয়েছে। প্রণিতা শিকদার (PRONITA) এবং প্রমীলা শিকদার (PROMILA) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি পলাশ মালিক, পিতা - অধীর মালিক, গ্রাম - বড়বাগান, পোঃ - সোনা পলাশী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম হল দেবাংশু মালিক ও ডাক নাম হল চয়ন মালিক। কিন্তু তার জন্মশংসাপত্রে দেবাংশু মালিক-এর পরিবর্তে চয়ম মালিক নথিভুক্ত হয়েছে। দেবাংশু মালিক, চয়ন মালিক, পিতা - পলাশ মালিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি মেঘনাদ রায়, পিতা রবি রায়, ধোকড়াসহিদ, নিচুমাঠ, পোঃ - নতুন গঞ্জ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম তানিশা রায় (TANISA ROY)। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত তনিমা রায় (TANIMA ROY) নথিভুক্ত হয়েছে। তানিশা রায় (TANISA ROY) এবং তনিমা রায় (TANIMA ROY) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬০৭ সালের ৩১ মার্চ, বর্ধমান শহরের পীর বাহারামে; ২। ১৮৮৯ সালের ৩১ মার্চ, ৩২০.৭৫ মিটার; ৩। ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, আলি ইমাম নিহত হন; ৪। ডা. উইলিয়াম হার্ভে, ১৫৭৮ সালের ১ এপ্রিল, ইংল্যান্ডের ফকস্টোন-এ; ৫। ১৮৫৭ সালের ৩ এপ্রিল; ৬। স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা, ১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল, কাজ খস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে; ৭। গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে, ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল, ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবের্তাইন; ৮। আফ্রিকা মহাদেশে, বাত্তবাব বৃক্ষ, ৪ এপ্রিল; ৯। চার্লস ফ্রিয়ার আন্ড্রুজ, ১৯৪০ সালের ৫ এপ্রিল, জন্ম ১২-২-১৮৭১; ১০। জাপানের আকাশি কাইকিও-তে, ১৯৯৮ সালের ৫ এপ্রিল; ১১। বিজ্ঞানী জেমস ডিউয়ে ওয়াটশন, ১৯২৮ সালের ৬ এপ্রিল, ১৯৬২ সালে; ১২। ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল, বয়েজ স্কাউটস্ অ্যান্ড গার্লস গাইড।

মেমারিতে পুরনির্বাচনী সভায় আভাস রায়চৌধুরী

বামপন্থীরা ঘুরে দাঁড়াবেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ এপ্রিল : পুর-নির্বাচন উপলক্ষে আজ মেমারি থানার কুচুট গ্রামে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন যুব-আন্দোলনের নেতা আভাস রায়চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিপিন রায় চৌধুরী, সুদেব ঘোষ ও সুশান্ত মিত্র।

আভাস রায়চৌধুরী বলেন, বামফ্রন্ট ৩৪ বছরে কৃষক, ক্ষেতমজুর, গরিব মানুষকে মর্যাদা দিয়েছিল, আর মাত্র ৪ বছরের তৃণমূল শাসনেই গ্রাম-বাংলা শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। প্রতিদিন কৃষক আত্মহত্যা ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, শিল্প ধ্বংস হচ্ছে, বেকারি বাড়ছে। সরকার ক্রমাগত ভাওয়তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেহনতি মানুষ জোট বাঁধছে। শত আক্রমণেও তাদের খতম করা যাবে না। তারা গর্জে উঠবেই।

কালনা পুরনির্বাচনে বাম চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : পুর নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কালনা শহরের মহিলা কর্মীদের। বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও ঘরে ঘরে প্রচারে তাঁরা প্রধান ভূমিকা নিচ্ছেন। তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হুমকি শাসানি উপেক্ষা করেই তাঁরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরসভার ৪নং ও ৭নং ওয়ার্ডের দুই প্রার্থী ডা. গৌরাঙ্গ গৌস্বামী এবং আলোক সাহাকে নিয়ে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রচার সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কালনা পুরসভা পরিচালনায় তৃণমূল বোর্ড যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে তাতে তৃণমূলিদের ভোট চাইবার মুখ না থাকায় পরাজয়ের আতঙ্কে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত্রিবেলা তাই বাম-নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ধমকানি শাসানি শুরু হয়েছে। ৯ এবং ১৭ নং ওয়ার্ডের মানুষ এদিন শিমুলতলা থেকে বিশাল মিছিল শুর করে দুটি ওয়ার্ড ঘুরে বুঝিয়ে দিলেন লড়াইয়ের ময়দান তাঁর ছাড়বেন না।

কলকাতায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা ১নং দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় লিচুতলায় যুব সমাবেশে প্রতিবাদ জানানো হয় কলকাতায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের। মিছিল শুরু হওয়ার আগে বক্তব্য রাখেন কালনা জোনাল সম্পাদক আলিম শেখ।

তিনি উল্লেখ করেন ২০১৩ সালের ২ মার্চ পুলিশ হেফাজতে মৃত ছাত্রনেতা সুদীপ্ত গুপ্তের খুনের বিচার চাইতে গিয়ে রাজ্যের পুলিশের হাতে আবার রক্তাক্ত হল ৬১ জন ছাত্র। আগামী ৭ এপ্রিল কৃষক ক্ষেতমজুর, শ্রমজীবীদের বিক্ষোভ অবস্থান ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি সফল করার আবেদন জানিয়ে এদিন কল্যাণপুর, পিণ্ডিরা এবং আলুখালে তিনিটি সাইকেল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া বহরকুলি, বাদলা এবং কুলটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় কৃষকসভার গ্রাম সম্মেলন।

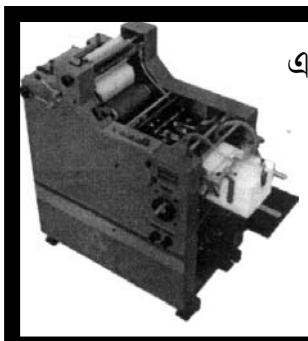

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

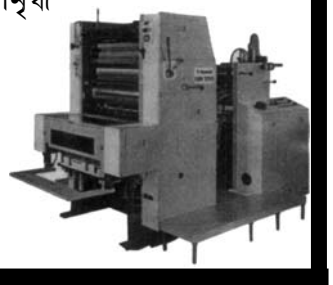

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা